আকাশের কিছু বলার আছে।

আকাশে বিরাজ করে আকাশ কিছু বলতে চায়, কিন্তু ধরাতে নামতে চায় না। আকাশে বিরাজমান অবস্থায় আকাশ-কুসুম চিন্তা করতে আকাশ ভালবাসে। কিন্তু ধর্ম যে পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে না বা পুজি যে ধর্ম ব্যবসা করে, তা আকাশ বুঝতে চায় না, অর্থ্যাৎ বাস্তবতা বুঝতে আকাশ অনিচ্ছুক। পুজির তল্পীবাহক আস্তিক আকাশদের মতো নাস্তিক আকাশেরাও আকাশে থাকতে ভালবাসে। তাই কান চিলে নিয়েছে শুনে, চিলের পিছনে দৌড়ায়। কান যথাস্থানে আছে কিনা খোঁজ করে না। ছোটবেলার লাটিম ঘুরানো আকাশ, লাটিম ঘোরার শক্তিটা কোথায় নিহিত, তা সে জানে না। যে শক্তি দেখা যায় না বা বুঝা যায় না, তার নাম আল্লাহ, পদার্থবিদ্যায় যাকে কনজারভেশন অফ এনার্জি বলে। পদার্থবিদ্যায় জ্ঞানহীন সাধারন মানুষ এনার্জিকে আল্লাহ বলে, আকাশ তা জানে না।

রচিত কালের মানুষের চিন্তা-ভাবনার ফসল হলো ধর্ম গ্রন্থগুলি। চিন্তা-ভাবনার উৎস ও কারণ বিষয় অনাবিজ্ঞ প্রাচীন মানুষ বিষয়টিকে আল্লাহর ঐশ্বরিক বানী মনে করেছে। একাবিংশ শতাব্দিতে এসে প্রাচীন ঐ মানুষগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় অনেক অসংগতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি প্রত্নতত্ত্ববিদরা ঐ গ্রন্থগুলি থেকে ইতিহাসের বহু উপকরণ খুঁজে পায়। সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে খুঁজে পায় সমাজ বিবর্তনের কারন ও সমকালীন দর্শন। পূর্ব পুরুষদের সুখ-দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত বিধায় সাধারণ মানুষের কাছে পুজনীয় ও পবিত্র। ধর্ম গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে রচিত কালের প্রেক্ষাপটে, বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে নয়। কিন্তু প্রাচীন কালের ঘটনাকে যারা আকাশের মতো বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করেণ। আস্তিক ও নাস্তিকের রেজেকের উৎস এক, কিন্তু দু'জনার উৎস বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

আধুনা আকাশের মতো অবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কোরাণ ও ইসলামের মধ্যে অগণিত মুসলিম সন্ত্রাসী খুঁজে পাচ্ছে, কিন্তু আমার মতো মানুষেরা ১৪০০ বছর আগে লিখিত কোরাণের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মালম্বি গোষ্ঠির শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত আরবদের বিক্ষোভ। শোষণ ধর্মের বানী শোনে না, ধর্ম তার কাছে গৌণ। তাই মুসলিম সন্ত্রাসী খোঁজার জন্য ইতিহাসের সাহায্য নেয়ার মনস্ত করলাম। মার্কিন পুজি বর্তমানে পৃথিবীর হর্তাকর্তা ও বিধাতা, অর্থ্যাৎ আল্লাহ, তাই আল্লাহর দেশের ইতিহাসবিদ কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন ইতিহাস বই তন্নতন্ন করে মুসলিম সন্ত্রাসী খোঁজ করার চেষ্টা করলাম, না সেখানেও ব্যর্থ হলাম।

মার্কিন ইতিহাসবিদ কর্তৃক লিখিত ইতিহাসে খুঁজে পেলাম মিসরের দাস প্রভু ফেরাউদের বিরুদ্ধে দাসদের বিদ্রোহ ও ইহুদী ধর্ম প্রতিষ্ঠা, রোমের দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে ইহুদী দাসদের বিদ্রোহ ও খ্রীটান ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং পোপ কর্তৃক ক্ষমতা দখল, ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যানদের মধ্যে ধর্ম যুদ্ধ, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম বিশ্বাসী ট্রাইবদের শোষনের বিরুদ্ধে সাধারণ আরববাসীর বিদ্রোহ ও ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা, পোপের ক্ষমতা খর্ব ও খ্রীষ্টান সামন্তরাজ্যের উথান, ভুমি দখলের জন্য খ্রীষ্টান সামন্তবাদের সাথে মুসলিম সামন্তবাদের যুদ্ধ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লব ও পুজিবাদের ক্ষমতা দখল, ইউরোপীয় পুজির বাজার সম্প্রসারণের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যকে কলোনীতে রূপান্তর এবং বিভিন্ন কলোনী দখলের জন্য ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে পরষ্পর যুদ্ধ, মুনফার স্বার্থে পুজি ফ্যাসিবাদে রূপান্তর প্রক্রিয়া আরম্ভ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কমিউনিষ্টদের অগ্রযাত্রা রোধের জন্য পুজিবাদের সহয়তায় ফ্যাসিবাদী হিটলারের উথান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পতন ও নব-সাম্রাজ্যবাদের উথান, স্নায়ু যুদ্ধ আরম্ভ, বস্তুবাদে

বিশ্বাসী নাস্তিক কমিউনিষ্ট দমনের জন্য পেন্টাগনের গবেষণাগারে ইসলামি মৌলবাদী আল-কায়েদা নামের ফ্যাঙ্কেনষ্টাইন সৃষ্টি, পাকিস্তানে হাজার হাজার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও মাদ্রাসার তালেবানদের মস্তিষ্ক ধোলাই, পকেটে অর্থ এবং হাতে অস্ত্র প্রদান করতঃ আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ, ফ্যাঙ্কেনষ্টাইন নেতা লাদেনের নেতৃত্বে নাস্তিক কমিউনিষ্ট নজিবুল্লাহকে হত্যা করে আফগান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, কমিউনিষ্ট নামধারী কিছু বিশ্বাসঘাতকের কারসাজিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে নাস্তিক কমিউনিষ্ট শাসনের অবসান, স্নায়ু যুদ্ধ শেষ, মার্কিন সমরাস্ত্র কর্পোরেট পুজির মুনফা হ্রাস ফলে পেন্টাগনের ভাবনা, অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে পুণঃ উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে পেন্টাগন কর্তৃক ৯/১১ এর ঘটনা সৃষ্টি এবং সন্ত্রাসীদের গায়ে ধর্মীয় রং ছিটানো ও গোয়েবেলিও প্রচারের জন্য কর্পোরেট মিডিয়া নিয়োগ। বস্তুবাদী এই ইতিহাসের উপর জ্ঞান নিতে আকাশ নারাজ।

উপরুক্ত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রাচীন কালে ধর্মের আগমন। কিন্তু ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থে মানুষ বর্তমানে ধর্মকে ব্যবহার করছে সম্প্রদায়িক সম্পীতি নষ্টের জন্য। ব্যবসায়িক স্বার্থে কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারে চুনাপুটি সাদ্দাম হিটলারের মত ভয়ঙ্কর ডিক্টেটরে পরিণত হয়, আর উক্ত প্রচারে আকাশের মতো ব্যক্তিরা হিপনোটাইজ হয়ে চারদিকে মুসলমান সন্ত্রাসী দেখতে আরম্ভ করছে, আর কিনা আল্লাহর দেশের ইতিহাসবিদেরা খুঁজে পান কেবল দাস-প্রভু, সামন্ত-প্রভু, পুজিপতিদের শোষণ ও মার্কিন অস্ত্র নির্মান কর্পোরেট পুজির স্বার্থ। ভদ্রলোকেরা কি আমার মতো বাস্তবমুখী? চিন্তায় পরে গেলাম। তাই নিউ ইয়র্কের কানি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প পরিচিত সাদা চামরার এক প্রফেসারের শরণাপন্ন হোলাম (শরণাপন্ন হওয়ার রোগটা সংক্রামিত হয়েছে বন্ধুবর কুদ্দুস খান সাহেবের কাছ থেকে, তিনি সব সময় কর্পোরেট পুজির মিডিয়া মুখপাত্র টাইমস বা অন্য কোন পত্রিকা বা মসজিদের ঈমামের শরণাপন্ন হন)।

প্রফেসার সাহেব ব্যাখ্যা করলেন মুনফার লোভে কর্পোরেট পুজি বিশ্বায়নের নামে আর এক ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন সৃষ্টি করেছে। বিশ্বায়ন ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন এখন সব কিছু গিলে খেতে চায়, ফলে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ইউরোপের মতো উন্নত দেশ সমুহে বেকারত্ব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ঐ সকল দেশে বসবাসকারী অনুন্নত দেশের মানুষসহ সংশ্লিষ্ট দেশের খেটে খাওয়া সাদা এবং কালো মানুষরা। পশ্চিমা দেশের সাদা চামরার ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন খেটে খাওয়া স্বগোত্রীয় সাদা চামরা বা স্বদেশীয় কালো মানুষরদের জাতি-সম্পর্কিত বিদ্বেষ বৃদ্ধির বিপরীতে নিজ স্বার্থে উভয়কে পক্ষে রাখতে ইচ্ছুক। তবে সাদা চামরার ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন কর্তৃক সৃষ্ট পুজির বর্তমান সংকট ধামাচাপা দেয়ার জন্য বলির পাঁঠা হিসাবে তৃতীয় একটি পক্ষ দরকার।

উন্নত দেশে বসবাসরত কালোদের চেয়েও এশিয়ানরা সব চেয়ে বেশি নিগৃহীত। মুসলমানেরা পশ্চিমা দেশে সব চেয়ে শেষে এসেছে, তাই নিগৃহীত বেশী। এশিয়ান মুসলিম পরিবারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা পুর্বপুরুষদের দেশে যেমন অনাহুত, তেমনি জন্ম গ্রহনকারী পশ্চিমা দেশে তারা অসমাদৃত, নিগৃহীত ও বঞ্চণার শিকার। তাই সাদা চামরার ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের প্রতি তারা ক্ষিপ্ত। মিডিয়ার প্রচার যন্ত্র উক্ত তরুণদের স্বাধীন চিন্তা শক্তি প্যারালাইজ করতে ব্যর্থ। ইরাক ও ফল্লুজার সাধারণ মানুষের উপর সাদা চামরার নিষ্ঠুরতা/নৃশংসতা/বর্বরতা উক্ত তরুনদেরকে আরো ক্ষিপ্ত করে। তাই সমাজ ও রাজনীতি অনাভিজ্ঞ ঐ তরুণেরা বিংশ শতাব্দির প্রারাম্ভের ক্ষুদিরামের পথ বেছে নেয়। পশ্চিমা দেশে অসমাদৃত ও নিগৃহীত এই তরুণ গোষ্ঠির ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশকে ধর্মীয় রং দিয়ে সামাজিক বৈরিতা সৃষ্টির জন্য সাদা পুজির ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন তার মিডিয়াকে ব্যবহার করে পৃথিবীর মুসলমানদেরকে বলির পাঁঠা বানিয়ে ফেলছে। উন্নত দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ সাদা-কালো মানুষও মিডিয়ার প্রচার বিশ্বাস করছে, কারণ পশ্চিমা পুজি ইসলামি মৌলবাদী ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন আগেই

সৃষ্টি করে রেখে ছিল। তাই খেটে খাওয়া সাধারণ কালো ও সাদারা বিশ্বায়নের ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনকে এখনো দেখতে পাচ্ছে না। মিডিয়ার কারসাজিতে উপস্থাপিত হচ্ছে ইসলামি মৌলবাদী ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এবং স্বার্থের কারণে কিছু লোক মিডিয়ার সাথে কণ্ঠ মিলাচ্ছে। কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্বের কিছু না বুঝেই অধিকাংশ লোক মিডিয়ার প্রচারে হিপনোটাইজ হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাড় করে গালি দিচ্ছে। যদিও এই সকল মুসলমানদের দেশ, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি এক নয়। কেবল মাত্র ধর্ম বিশ্বাসের জন্য তারা পশ্চিমাদের কাছে অপরাধী। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের ধর্ম অনুযায়ী সে তার সৃষ্টিকর্তাকেই একদিন ধ্বংস করে দিবে।

আলোচ্য ব্যাখ্যা শোনার পর প্রফেসার সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের চিন্তা-ভাবনা দুই ভাগে বিভাজিত, যথাঃ ভাববাদ ও বস্তুবাদ। দর্শনের সংজ্ঞা অনুযায়ী বস্তুবাদীরা হলেন নাস্তিক। কিন্তু এমন কিছু নাস্তিক বাজারে দেখা যায়, যারা বস্তুবাদের মুল তত্ত্ব দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিশ্বাস করেণ না। দর্শনশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই নাস্তিকরা কোন গ্রুপে অর্ন্তভুক্ত হবেন? প্রফেসার সাহেবের উত্তর হলো, কিছু মানুষ চিন্তা-ভাবনার কষ্ঠসাধ্য প্রক্রিয়ায় যেতে চায় না। তারা প্রোপাগান্ডায় আকৃষ্ট হয়ে নিজ কর্মকান্ড পরিচালনা করে। যেমন পুজি কর্তৃক সৃষ্ট রবোটকে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না, যে ভাবে প্রোগ্রাম করে দেয়া হয়, রবোট সেই ভাবে কাজ করে।

কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচার এবং পুজির নাস্তিক ভাঁড়দের কথাবার্তায় মোহিতের ফলে অনুন্নত দেশের কিছু মানুষের মস্তিষ্ক প্যারালাইজ হয়ে গেছে, তারা এখন স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারছে না। পুজির নাস্তিক ভাঁড়দের প্রভাবে এবং কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারে তারা হিপনোটাইজ প্রক্রিয়ায় রবোট হয়ে প্রোগ্রাম মোতাবেক নাস্তিকতা প্রচার করেছে এবং চারিদিকে মুসলমান সন্ত্রাসী দেখছে। অতএব দর্শনশাস্ত্রে রবোটবাদ নামে একটি নুতন বিভাজন অন্তর্ভুক্ত করতঃ বস্তুবাদ বিহীন এই সকল নাস্তিককে সেখানে স্থান দেয়া যেতে পারে। আস্তিকদের মধ্যে মৌলবাদীরা যেমন নিকৃষ্ট প্রানী, তেমনি বস্তুবাদ বিহীন এই নাস্তিকরা মৌলবাদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট প্রানী। ছদ্মনামধারী বস্তুবাদ বিহীন নাস্তিক আকাশ বিভিন্ন নামে ভিন্নমতের ফোরাম ও ফ্রন্ট পেইজে উপস্থিত হচ্ছে। এক নামে উপস্থিত থাকাটা কি উত্তম নয়?

সেতারা হাশেম   ০৭/২৬/০৫